● **প্রবাসী ঃ**

আবির্ভাব ঃ রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় বাংলার বাইরে যখন এলাহাবাদে আসেন তখন অন্যান্য প্রবাসের মতোই এলাহাবাদের কর্মসূত্রে অসংখ্য শিক্ষিত বাঙালি বসবাস করতেন। সে সময় বাঙালির মুখপত্র হিসাবে অধ্যাপক চট্টোপাধ্যায় 'প্রবাসী' নামক মাসিক পত্রিকাটি প্রকাশ করেন। রামানন্দ কলকাতায় থাকাকালে সিটি কলেজে কিছুকাল অধ্যাপনার অভিজ্ঞতা অর্জন করেন। প্রবাসীর প্রথম সংখ্যাতেই রবীন্দ্রনাথের 'প্রবাসী' নামক বিখ্যাত কবিতাটি ছাপা হয়—'সব ঠাঁই মোর ঘর আছে তাই সেই ঘর মরি খুঁজিয়া'।

পরিচিতি ঃ এলাহাবাদ প্রবাসী রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় ১৯০১ সালে প্রকাশ করেছিলেন উচ্চাঙ্গের সাহিত্য পত্রিকা 'প্রবাসী'। বাংলার বাইরে থেকে প্রকাশিত হত বলেই পত্রিকার নাম হয়েছিল 'প্রবাসী'। ৭/৮ বছর পরে ১৯০৮ খ্রিঃ নাগাদ পত্রিকাটি কলকাতা থেকে প্রকাশিত হতে শুরু করে।

উদ্দেশ্য ঃ সূচনায় পত্রিকা প্রকাশনা সম্বন্ধে রামানন্দের মন্তব্য উল্লেখযোগ্য—"সর্বসিদ্ধিদাতা পরমেশ্বরের নাম লইয়া আমরা 'প্রবাসী' প্রকাশিত করিতেছি। বঙ্গদেশের বাহিরে এরূপ মাসিক পত্র বাহির করিবার ইহাই প্রথম উদ্যম।" রামানন্দ 'দাসী', 'ধর্মবন্ধু' ও 'প্রদীপ' তিনটি মাসিক পত্রের অভিজ্ঞতাকে সম্বল করে 'প্রবাসী' পত্রিকা প্রকাশে উদ্যোগী হন। বিশিষ্ট গবেষক যোগেশচন্দ্র বাগল পত্রিকার উদ্যোগ পর্ব সম্বন্ধে তিনটি বিষয়ের উপর গুরুত্ব দিয়েছেন। বিষয়গুলি হল—

১। সম্পাদক ও পত্রিকা পরিচালক বা স্বত্বাধিকারী একই ব্যক্তিকে হতে হবে।

২। পত্রিকার জন্য আর্থিক স্বচ্ছলতা থাকা চাই।

৩। বিভিন্ন বিষয়ে লেখার জন্য লেখকগোষ্ঠী তৈরি করা এবং তাঁদের জন্য পারিশ্রমিকের ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন।

Scanned with CamScanner

বৈশিষ্ট্য ঃ মাসিক সাহিত্য পত্রিকা 'প্রবাসী' অল্পকালের মধ্যেই বাংলা সংবাদ ও সাময়িক পত্রের মধ্যে নানা কারণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে। যথা—

ক) সর্বভারতীয় আবেদন।

খ) প্রবাসী বাঙালির কথা।

গ) উচ্চমানের দেশী-বিদেশী চিত্রকলা ও ভাস্কর্যের ছবি প্রকাশ 'প্রবাসী'র পাতায় প্রকাশিত হয়। যেমন—রবি বর্মা, রাম বর্মা, রামানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায় ও অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের চিত্রাবলী।

ঘ) দৃঢ় ভিত্তির উপর দাঁড় করিয়ে, প্রথম শ্রেণির রচনাসম্ভারে সমৃদ্ধ করে নিয়মিত প্রকাশ।

ঙ) সমসাময়িক রাজনৈতিক আন্দোলন ও দেশব্যাপী প্রসারিত স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষাকে সাহসের সঙ্গে উপস্থিত করা।

চ) বিশ্বের সমস্ত জ্ঞান-বিজ্ঞানের সাধনাকে 'প্রবাসী'র প্রতিটি সংখ্যায় অন্তর্ভুক্ত করা।

ছ) তৎকালীন নতুন সাহিত্যিকদের প্রতিভাকে সযত্নে প্রতিষ্ঠা দেওয়া।

জ) বর্তমানকালের অনেক কবি-সাহিত্যিকের প্রথম গল্প উপন্যাস 'প্রবাসী'র পাতাতেই আত্মপ্রকাশ করেছিল।

ঝ) 'প্রবাসী' প্রসঙ্গে Modern Review ইংরাজি মাসিকটির নাম উল্লেখ্য।

শুধু সাহিত্য প্রকাশেই নয়, বিখ্যাত শিল্পীদের আঁকা ছবি যত্নসহকারে ছেপে 'প্রবাসী' বঙ্গ-সংস্কৃতির অপরিমেয় উন্নতি বিধান করেছিল। মুদ্রণ, প্রকাশনা, সাহিত্যের মান ইত্যাদি সর্বক্ষেত্রেই রামানন্দের সুযোগ্য সম্পাদনায় 'প্রবাসী' প্রথম শ্রেণির সাময়িক পত্র হিসাবে বিবেচিত হয়েছিল।

Scanned with CamScanner

সাময়িকদের মহড়া চলেছিল।

● **শনিবারের চিঠি ঃ**

আবির্ভাব ঃ ২৬শে জুলাই ১৯২৪ বা ১০ই শ্রাবণ ১৩৩১-এ সাপ্তাহিক সাহিত্য পত্রিকারূপে আত্মপ্রকাশ করে 'শনিবারের চিঠি'। পরে ১৩৩৪ সালের ৯ই ভাদ্র নবপর্যায়ে মাসিক পত্রিকারূপে প্রকাশিত হয়।

পরিচিতি ঃ শনিবারের চিঠির সম্পাদক হলেন নীরদ চন্দ্র চৌধুরী। পত্রিকার প্রকৃত পরিচালক সজনীকান্ত এবং মোহিতলাল মজুমদার হলেন তাত্ত্বিক নেতা ও গুরু।

পত্রিকার লক্ষ্য ঃ কোন সিরিয়াস আদর্শ ছিল না, সাহিত্যের শুচিতা রক্ষার নামে সাহিত্যিকদের বিশেষ করে তরুণদের উদ্দেশ্যে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের বাণ নিক্ষেপ করাই পত্রিকার মূল লক্ষ্য।

অবদান ঃ 'শনিবারের চিঠি'র মূল শক্তি বিরুদ্ধতা। নজরুল, রবীন্দ্রনাথ, চিত্তরঞ্জন দাস এবং তরুণ সহিত্যিকদের কোন কোন সংখ্যায় তীব্র সমালোচনা করা হয়েছে। আবেগ প্রবণতা-হুজুগপ্রিয়তা ইত্যাদি অভ্যাসগুলিকে ছাপিয়ে বাঙালি কুৎসা প্রবণতার দিকে নজর

Scanned with CamScanner

অনুসরণে নতুন বাংলা কবিতার খবর প্রকাশ করাও ছিল এই পত্রিকার অন্যতম উদ্দেশ্য।

বৈশিষ্ট্য ঃ (ক) সাময়িক পত্রের ইতিহাসে এই পত্রিকার আদর্শগত বিশিষ্টতা ছিল লক্ষণীয়। কেননা সবুজপত্র চেয়েছিল চিন্তাশক্তি জাগাতে, বাক্‌শক্তিকে পরিমিত ও কার্যকরী করতে অর্থাৎ দেশীয় সাহিত্য ও শিল্পকে যুগোপযোগী ও সমুন্নত করতে। কিন্তু 'পরিচয়' চাইল বিদেশী চশমা চোখে লাগিয়ে আমাদের সাহিত্যসৃষ্টির ক্ষীণ ধারাকে প্রসারিত করতে। (খ) এই পত্রিকার অন্যতম দিক হল প্রচারধর্মিতা এবং তা গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব থেকে ছিল মুক্ত। রবীন্দ্রনাথ থেকে কনিষ্ঠতম লেখক পর্যন্ত সকলেরই জন্য পরিচয়ের পাতা পাতা থাকত। বস্তুত রবীন্দ্রনাথের আনুকূল্যেই পরিচয়ের পরিসর বিস্তৃতি লাভ করেছিল। (গ) পরিচয়ের প্রথমের দিকে প্রধান লেখকদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন চারুচন্দ্র দত্ত। তাঁর স্মৃতিকথা তখন অনেকেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। (ঘ) প্রথম সংখ্যার লেখকদের মধ্যে কয়েকজন হলেন—হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, প্রমথ চৌধুরী, ধূর্জটিপ্রসাদ, হেমেন্দ্রনাথ রায়, অন্নদাশংকর রায়, বিষ্ণু দে, বুদ্ধদেব বসু প্রমুখ। পত্রিকার পৃষ্ঠাসংখ্যা ছিল ১৪৫। দাম ছিল ১ টাকা। (ঙ) পরিচয় পত্রিকার অন্যতম আকর্ষণ ছিল পুস্তক পরিচয়। সমসাময়িক অন্যান্য বিশিষ্ট পত্রিকা যেমন সবুজপত্র, প্রবাসী, বিচিত্রা প্রভৃতি পত্রিকার কাছে সুধীন্দ্রনাথের একক কৃতিত্বে 'পরিচয়' নিজস্ব স্থান করে নিয়েছিল। বিশেষ করে এই পত্রিকার প্রগতিশীল ও যুক্তিবাদী দৃষ্টিভঙ্গি ছিল প্রশংসনীয়।

● কবিতা ঃ

প্রথম প্রকাশ ঃ কবিতা পত্রিকার প্রথম প্রকাশকাল ১৩৪২ বঙ্গাব্দের আশ্বিন মাস (১৯৩৫ সালের অক্টোবর)। বুদ্ধদেব বসু এই পত্রিকার প্রাণপুরুষ।

সম্পাদনা ঃ কবি বুদ্ধদেব বসু এই পত্রিকার প্রথম সম্পাদক ছিলেন। অবশ্য প্রারম্ভিক সংখ্যা থেকে সম্পাদক হিসাবে বুদ্ধদেব বসু ও প্রেমেন্দ্র মিত্রের নাম ছাপা হয় এবং সহকারী সম্পাদক ছিলেন কবি সমর সেন।

পত্রিকাটি প্রকাশরীতিতে ছিল ত্রৈমাসিক।

পত্রিকার প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হয়েছিল বুদ্ধদেব বসুর সে সময়ের বাসস্থান ভবানীপুরের ১২ নং যোগেশ মিত্র রোড থেকে।

স্থায়িত্বকাল ঃ ১৯৩৫ থেকে ১৯৬০ সাল পর্যন্ত এই পত্রিকা প্রকাশিত হয়। পত্রিকার সম্পাদক, সহযোগী সম্পাদক ও সহকারী সম্পাদক বারবার বদল হয়। সমর সেন, নরেশ গুহ, জ্যোতির্ময় দত্ত প্রভৃতি কবিগোষ্ঠী বিভিন্ন সময়ে সম্পাদনার দায়িত্বে ছিলেন।

লক্ষ্য ঃ নতুন কবিগোষ্ঠীরা যাতে সামাজিক ও সাহিত্যিক প্রতিষ্ঠা পায়, সেজন্য এই পত্রিকা সৃষ্টি হয়েছিল। ১৩৪২ বঙ্গাব্দের কার্ত্তিক সংখ্যায় বুদ্ধদেব ও প্রেমেন্দ্র মিত্রের যুগ্ম সাক্ষরিত যে চিঠি প্রকাশিত হয় সেখানে এই পত্রিকা প্রকাশের উদ্দেশ্য স্পষ্টভাবে উল্লিখিত আছে। যেমন—"চলতি সাময়িক পত্রে নিজেদের কবিতা ছাপতে দিতে আজকালকার অনেক কবিই অনিচ্ছুক এবং এ অনিচ্ছা অন্যায়ও নয়। কেননা অম্নিবাস মাসিক পত্রের পাঁচমেশালি ভিড়ের মধ্যে সত্যিকারের ভালো কবিতায়ও কেমন একটা বাজে ও তুচ্ছ চেহারা যেন হয়ে যায়। কবিতাকে যথোচিত গৌরবে বিশেষভাবে ছেপে থাকে এমন সাময়িক পত্র বর্তমানে দেশে বেশি নেই। অথচ আধুনিক কবিদের অনেকেই নতুন কবিতা লিখেছেন। এই কারণে আমরা একটি ত্রৈমাসিক কবিতা পত্র বার করতে বাধ্য হচ্ছি। পত্রিকার নাম হবে কবিতা, তাতে থাকবে শুধু কবিতা। আধুনিক শ্রেষ্ঠ কবিরা এতে তাদের

Scanned with CamScanner

রচনা প্রকাশ করবেন। নবীন কবির ভালো কবিতাও যতটা পাওয়া যায় প্রকাশিত হবে।"

গুরুত্ব ঃ এই পত্রিকার লেখকদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন—রবীন্দ্রনাথ, নজরুল, সুধীন্দ্রনাথ, জীবনানন্দ, বিষ্ণু দে, সমর সেন, প্রেমেন্দ্র মিত্র, বুদ্ধদেব বসু, সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত, দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি।

'কবিতা' পত্রিকাকে অবলম্বন করে নানান ধরনের যে আধুনিক কবিতা রচিত হয়েছিল তাতে আধুনিক কবিতার একটা আদর্শ গড়ে উঠেছিল।

নবীন প্রতিভাবান লেখকরা এই পত্রিকাকে কেন্দ্র করে নবসৃষ্টির আনন্দে মেতে উঠেছিলেন। কারণ তখনকার পত্রিকাগুলিতে যেমন 'প্রবাসী' পত্রিকায় সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের পাঁচ-ছটি করে কবিতা স্থান পেলেও নবীন লেখকদের লেখা ফাঁক পূরণের জন্য ব্যবহার করা হত। তাই নতুন লেখকদের প্রতিভার বিকাশে এই পত্রিকার গুরুত্ব যথেষ্ট।

Scanned with CamScanner